এইচ.পি. লাভক্রাফট
এর
দ্য
আ
উ
ট
সা
ই
ডা
র
অবলম্বনে
দ্য স্ট্রেঞ্জার

এইচ.পি. লাভক্রাফট

দ্য স্ট্রেঞ্জার

কমিক রূপান্তরকরণ
ও
চিত্রাঙ্কণ

হানান রডরিগস

বাংলা অনুবাদ

লুৎফুল কায়সার

প্রচ্ছদ ও সজ্জা

পার্থ অরণ্যদেব
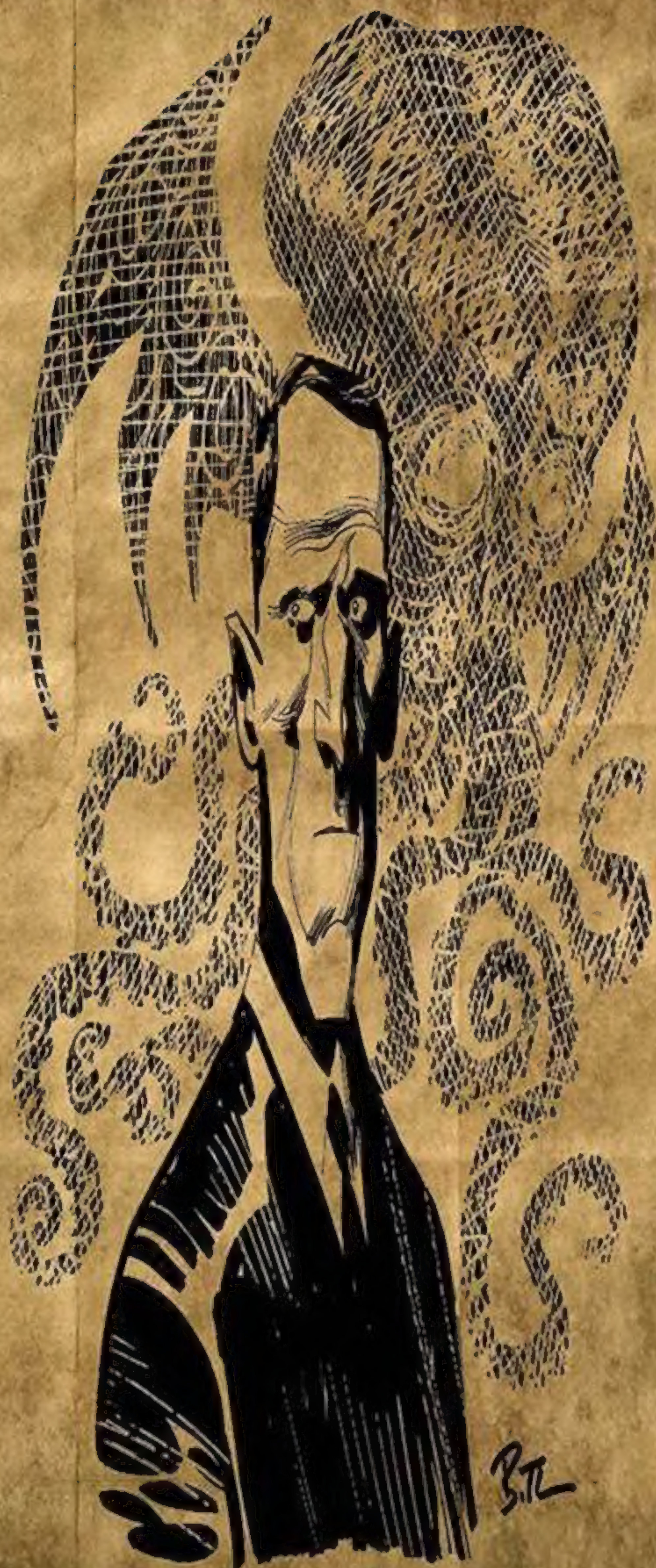
তারাই প্রকৃত অসুখী যাদের শৈশবের
স্মৃতিগুলো আতঙ্ক আর বিষণ্ণতাতে
জর্জরিত।

এসব আমাকে স্বয়ং ঈশ্বরেরা
বলেছেন।

আমি হয়েছি বিহ্বল

মোহমুক্ত

নীরস......

আর গৃহহীন।
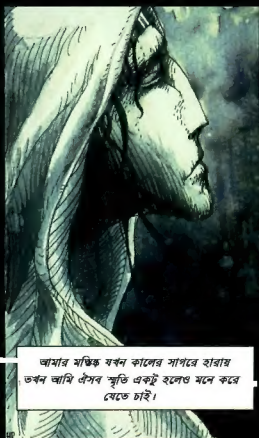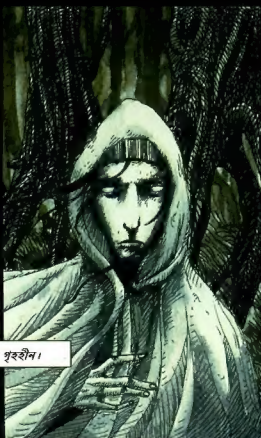
আমার মস্তিষ্ক যখন কালের সাগরে হারায়
তখন আমি ঐসব স্মৃতি একটু হলেও মনে করে
যেতে চাই।

আমি জানি না কোথায় জন্মেছি আমি।
এই প্রাসাদ ছাড়া আর কোন জায়গা সম্পর্কে
কিছুই জানা নেই আমার......
সময়ের শুরুর চাইতেও পুরনো...
আঁধারঘেরা এই প্রাসাদ।
অদ্ভুত গাছগুলোর জন্য
সূর্যালোক এখানে আসে না।

অনেক লম্বা গাছগুলো! অনেক!
যেন আকাশকে বন্দী করে রাখার শখ!

তবে এখানে একটা মিনার আছে।
আমি মাঝে মাঝেই স্বপ্ন দেখি যে ওটা
আমার অচেনা আকাশ ছুঁয়েছে।

বেশ ভাঙ্গাচোরা ওটা।
সেটা বেয়ে ওপরে ওঠা প্রায়
অসম্ভব।

সম্ভবত সারাটা জীবন আমি
এখানেই কাটিয়েছি।
সময়ের হিসাব রাখার
ক্ষমতা নেই আমার!
হয়তো কেউ তার নিজের প্রয়োজনেই
আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে।
যদিও এখানে অন্য কাউকে কখনোই
দেখিনি।
সম্ভবত যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে সেই
সত্তা অনেক পুরনো! এই মহাবিশ্বের
চাইতেও পুরনো!
সম্ভবত তিনি আমারই
হাস্যকর কোন প্রতিবিম্ব...
কিংবা ভয়াবহ...
এবং মহান!
এখানকার গাছগুলো অনেকটা আমার দেখা
ভয়াবহ দুঃস্বপ্নগুলোর মতো!
কিংবা বইয়ে পড়া সেই ভয়গুলোর মতো।
মাঝে মাঝে নিজেকে অজানা
ভিড়ের মধ্যে কল্পনা করি...
... সূর্যের নিচের সেই জগতে, যা এই
আঁধার জগৎ থেকে অনেক দূরে।

একবার আমি পালাতে চেষ্টা করেছিলাম!
কিন্তু যতই আমি প্রাসাদ থেকে দূরে যাচ্ছিলাম, সেই অশুভ ছায়াগুলো ততোই গাঢ় হচ্ছিলো!
বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিলো বিপদের গন্ধ!
আমি ফিরে এসেছিলাম! ঐ নিশাচর গোলকধাঁধাকে প্রচন্ড ভয় আমার।
আমি হারিয়ে গেলাম স্মৃতির সাগরে আর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম!
এড়িয়ে যেতে লাগলাম বাস্তবতাকে।
আমার আত্মা চাইতো আলোর জগতে যেতে...
অবশেষে আমি সেই মিনারে চড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম.........
কারণ আমি আকাশ দেখেই মরতে চাই!
অন্ধকারে মারা যাওয়ার চাইতে সেটাই বরং ভালো!
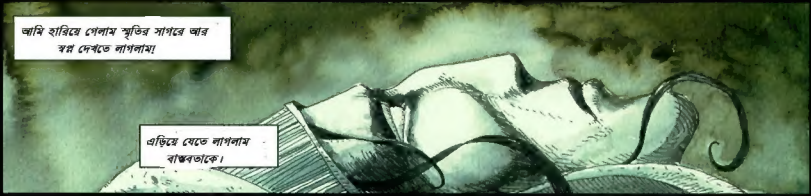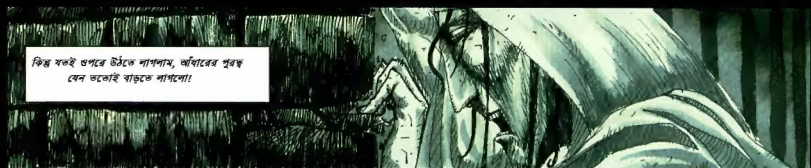
এক বিষন্ন সন্ধ্যাতে আমি উঠতে শুরু করলাম ওটা বেয়ে.....
আমি উঠেই গেলাম, উঠেই গেলাম। বাস্তবতাকে ছাড়ানোর ইচ্ছা....
কিন্তু যতই ওপরে উঠতে লাগলাম, আঁধারের প্রুরত্ব যেন ততোই বাড়তে লাগলো!
নিচে তাকানোর সাহস হচ্ছিলো না আমার!
আর তখনই আমার মাথা স্পর্শ করলো শক্ত কিছু একটা!
ওটা ছিলো ছাদ!
আমার একটা হাত দিয়ে মিনার ধরে অপর হাত দিয়ে আমি চেষ্টা করছিলাম এক অপার্থিব প্রতিবন্ধকতাকে সরানোর!
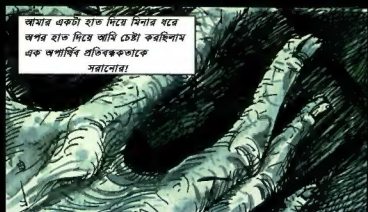
অসীম এক শূন্যতার মাঝে যেন ঝুলে ছিলাম আমি!
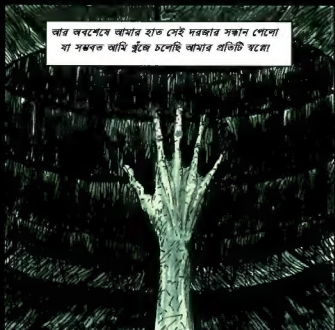
আর অবশেষে আমার হাত সেই দরজার সন্ধান পেলো যা সম্ভবত আমি খুঁজে চলেছি আমার প্রতিটি স্বপ্নে!
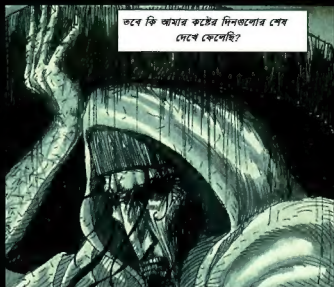
তবে কি আমার কষ্টের দিনগুলোর শেষ দেখে ফেলেছি?

আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম সেই ভয়ংকর পাথরটা হটানোর...

কিন্তু ব্যার্থ হলাম!
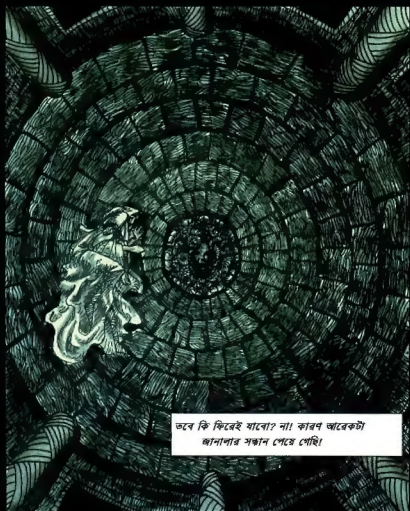
তবে কি ফিরেই যাবো? না! কারণ আরেকটা জানালার সন্ধান পেয়ে গেছি!

আকাশ আর নক্ষত্র দেখার জন্য আমার দুচোখ যেন কাতর হয়ে উঠেছিলো....

আমার সত্তার প্রতিটি অংশ যেন হাহাকার করছিলো!

কিন্তু এ কী! ওই ভয়ংকর মূর্তিগুলো কীসের প্রতীক? কোথায় আমার আকাশ? কোথায় নক্ষত্রগুলো?

তবে কি আবারো ব্যার্থ আমি? অজানা সেই আকাশের রহস্য কি কখনো জানতে পারবো না?

আর তখনই আমার হাত যেন একটা গোপন দরজা স্পর্শ করলো....

বন্ধ দরজা!

একটু চাপ দিতেই খুলে গেলো সেটা..

আমি যেন হারিয়ে গেলাম....

...আমার সেই স্বপ্নরাজ্যে! পূর্ণচন্দ্র!
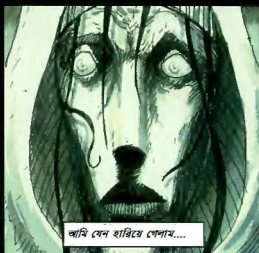
আমি দৌড়ে সিড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম! অনেকটা ছোট বাচ্চাদের মতো!
কিন্তু ততক্ষণে চাঁদকে ঢেকে দিয়েছে অশুভ মেঘমালা!
আঁধারে ডুবে গেলাম আমি আর......
আমার সেই স্বপ্নগুলো!
হতাশার কালো মেঘ আমাকে যেন ক্রমাগত হাতুড়িপেটা করে চলেছিলো। আর তখনই...
ফিরে এলো পূর্ণচন্দ্র!
আমি দেখা পেলাম সেই অজানা জগতের যা এর আগে শুধু স্বপ্নেই দেখেছিলাম!
ওই দরজার অপরপাশ, যেখানে দীর্ঘদিন আমার চিন্তাগুলো আটকে ছিলো...
...সেখানে রয়েছে... একটা....
খোলা প্রান্তর!
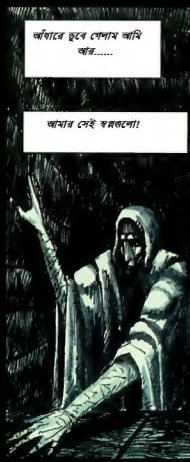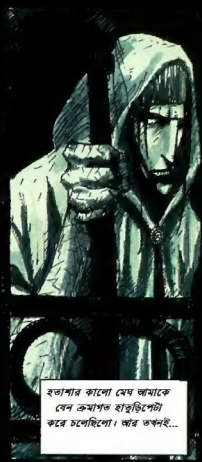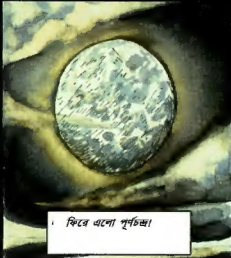
আমি হাঁটতে লাগলাম, আলোর উদ্দেশ্যে!
অজানাকে জানার উদ্দেশ্যে!

আমার ওপরে যেন কী একটা ভর করেছিলো, আর সেটাই আমাকে চালিত করছিলো।
আমি সুখ খুঁজছিলাম! অজানাকে জানার সুখ! অপার্থিব সুখ।

আমার আশে পাশে কারা ছিলো বা কী ঘটছিলো তা নিয়ে ভাবার অবকাশ ছিলো না!

যদিও......

সেই অপার্থিব স্বপ্নগুলো নিয়ে মনের অজান্তেই ভাবছিলাম।

ব্যাপারটা প্রচন্ড বিরক্তকর!
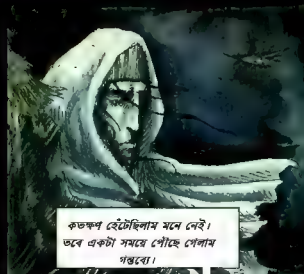
কতক্ষণ হেঁটেছিলাম মনে নেই। তবে একটা সময়ে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে।

সেটা ছিলো এক বিষণ্ন প্রাসাদদূর্গ। আমার খুবই চেনা লাগছিলো ওটা।
যদিও আমি জানি ওখানে আমি কখনো আসিনি!

ওটার সবগুলো জানালা ছিলো খোলা!
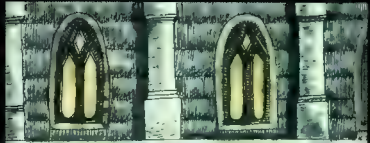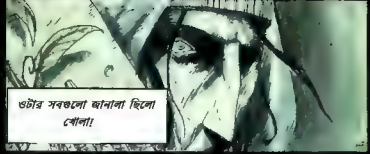
সেগুলো দিয়ে অনেক কণ্ঠ ভেসে আসছিলো! তারা সবাই ছিলো খুশি!

ভেতরে তাকালাম আমি! সেখানে অনেকেই ছিলো!
তারা আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিলো.

একে অপরের সাথে খোশগল্পে মশগুল সময় কাটছিলো তাদের!

কোনকিছু না ভেবেই সেখানে
ঢুকে পড়লাম আমি!
আর তারপরেই শুরু হলো
সত্যিকারের দুঃস্বপ্নের!
ওরা সবাই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলো!
আমি পড়ে রইলাম একা!
বুঝতে পারলাম যে ওদের ভয়
পাওয়ার কারণ আসলে আমি!
আমি এগোতে লাগলাম......
আর তখনই দরজার কাছে
কী যেন নড়ে উঠলো!
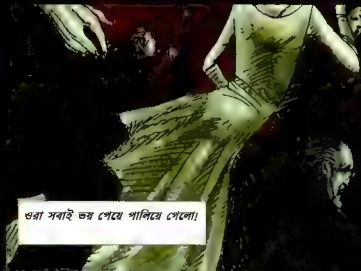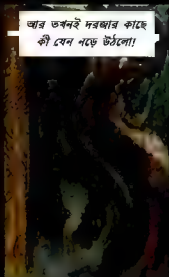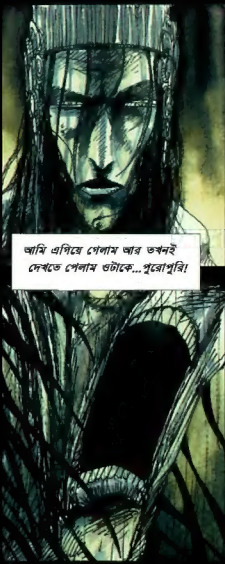
আমি এগিয়ে গেলাম আর তখনই দেখতে পেলাম ওটাকে...পুরোপুরি!
অশুদ্ধতা আর অশুভ শক্তির প্রগাঢ় প্রতিমূর্তি দেখলাম যেন....
আমার পরিচিত জগতের কোন প্রাণী নয় ওটা......
সম্ভবত এই মহাবিশ্বেরই কেউ নয় সেটা!
মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গেলাম আমি...........
ওটাও এগিয়ে এলো আমার দিকে!
আতঙ্কের সাগরে যেন হারিয়ে যেতে লাগলাম!
আর মুহূর্তের মধ্যে ওই মহাজাগতিক আতঙ্কের......
...আঙ্গুল স্পর্শ করলো আমার আঙ্গুল!
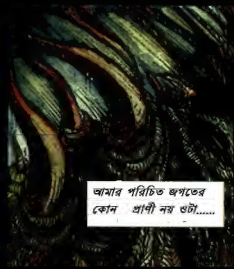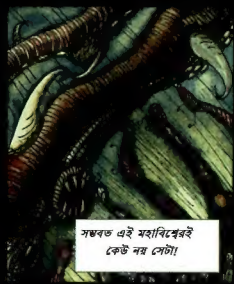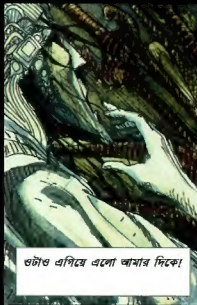
আমার মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ যেন তীব্র যন্ত্রনাতে আর্তনাদ করে উঠলো!
হারিয়ে যাওয়া সব স্মৃতিরা ঘিরে ধরলো......
আমি বুঝতে পারলাম কী হয়েছে!
আর সবচেয়ে বড় কথা হলো......
আমি ওই অশুভ সত্তাকে চিনতে পেরেছিলাম!
অদ্ভুত এক ছায়াময় বিষন্নতা গ্রাস করলো আমাকে.........
আর ঠিক স্বপ্নের মতো......
আমি ওই অভিশপ্ত জায়গা ছেড়ে চলে এলাম!

ওই জগতে আর কখনোই ফিরবো না আমি।
এখন কাকেদের সাথে নিশাচর বাতাসে ভেসে বেড়াই আমি!
শুধু চাঁদের আলো পাওয়ারই অধিকার রয়েছে আমার।
আজ আমি মুক্ত! এমন এক জগৎ থেকে যা সম্ভবত ......
নিজেই নিজেকে ভুলে গেছে!
এই জগতে আমি একজন অচেনা অতিথি ছাড়া কিছুই নই।
আর আমি জানি, সেদিন আমার আঙুল ঐ কদাকার প্রাণীটাকে স্পর্শ করেনি!
বরং ওটা স্পর্শ করেছিল হিমশীতল একটা......
আয়নাকে!

অজিত-এর
গুপ্তে গোয়েন্দা
বাংলা অনুবাদ
পার্থ